দৈনিক সংবাদ

147

তারিখ SEP 16 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

একটি বিস্ময়কর নির্দেশনামা

গত জুন '৯৯ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা স্বাক্ষরিত একটি নির্দেশনামা দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলোতে সমালোচনার ঝড় তুলেছে। উক্ত নির্দেশনামায় সকল সরকারি অফিসের মত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা রাখতে বলা হয়েছে এবং দেশের সকল সরকারি/ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের প্রধান শিক্ষক/ কর্মচারিগণকে উক্ত নির্দেশ মেনে চলার অনুরোধ করা হয়েছে। অতপর ২১-৭-৯৯ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাঃ ৮/১০-এম ১/৯৫/৩৭৩/১(৮) শিক্ষা তাং ৬-৭-৯৯-এর নির্দেশক্রমে প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা অপর একটি পরিপত্র জারি করেন। উক্ত পরিপত্রে বলা হয়েছে ঃ 'সরকারি / বেসরকারি প্রত্যেকটি স্কুল ও কলেজের বিষয় ও ক্লাসওয়ারি Lesson Plan তৈরি ররতে হবে।' ... এবং 'বিদ্যালয়/ কলেজে ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শিক্ষকগণকে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনে ক্লাস রুটিন পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে' ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ (১) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত একটানা ৮ ঘন্টা (কিছু সময় বিরতি ছাড়া) স্কুলগুলোতে ক্লাস চালু রাখতে হবে কিনা? অথবা ৯টায় শুরু হয়ে রুটিন অনুযায়ী নিজ নিজ ক্লাসশেষে ছাত্রছাত্রীরা চলে যাবে তবে অফিস খোলা থাকবে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত? (২) স্কুল পর্যায়ে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ক্লাস চালু রাখা কি শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার নয়? (৩) যদি স্কুলের ক্লাস সকাল ৯টায় শুরু করে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চালু রাখতে হয় তবে ছাত্রছাত্রীদের সকাল ৮টার কিছু পরেই বাসা থেকে রওয়ানা হতে হবেএবং ছুটিশেষে বাসায় পৌছতে প্রায় সন্ধ্যা ৬টা বাজবে (অনেক ছাত্রছাত্রীকে বেশ দূর থেকেও স্কুলে যাতায়াত করতে হয়)। এমতাবস্থায় তারা দুপুরে খাবে কোথায়? (৪) যদি মনে করা হয় বাসা থেকে আসার সময় তারা খাবার নিয়ে আসবে তবে আমাদের দেশে কতজন অভিভাববের পক্ষে তাদের সন্তানদের জন্য অত সকালে দুপুরের খাবার প্রস্তুত করে দেয়া সম্ভব হবে? তাছাড়া সকালের আনা উক্ত ঠান্ডা খাবার শত শত ছেলেমেয়ে টিফিন পিরিয়ডে খাবে কোথায়? স্কুলের মাঠে বসে? শ্রেণীকক্ষে? (৫) যদি ক্লাসসমূহ দুই শিফট-এ ভাগ করা যায় তবে প্রথম শিফটের ছাত্রছাত্রীদের ছুটির পরে কোন শিক্ষকের দ্বিতীয় শিফটে ক্লাস না থাকলেও তাকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে বসে থাকতে হবে কেন? 'ক্লাস রুটিন পুনর্বিন্যাস' করেই বা তাকে আটকে রাখতে হবে কেন? এসব বিষয়ে উক্ত অভূতপূর্ব নির্দেশনামায় সুস্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। কেবল বেলা ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলোতে আটকে রাখলেই কি শিক্ষার মান বাড়বে? উল্লেখ্য, ইংরেজ আমলে এবং পরবর্তীকালেও প্রায় সকল স্কুল বেলা ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত চালু রাখা হতো। তখন স্কুলগুলোতে পড়াশোনার মান বর্তমানের চেয়ে বরং উন্নত ছিল। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি কিন্তু বাস্তবে অগ্রসর হতে পেরেছি কতটুকু?

এবার কলেজ প্রসঙ্গে আসা যাক। কলেজগুলো সাধারণত ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তবে সরকারি/ বেসরকারি কোন কলেজেই সকল শিক্ষককে ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত বসে থাকার প্রয়োজন হয় না। জেনারেল ক্লাসশেষে দু'একটি টিউটোরিয়াল ক্লাস তারা নিতে পারেন। তারপর? ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ ক্লাসশেষ চলে যাবার পর শিক্ষকরা স্কুল বা কলেজ প্রাঙ্গণে বসে থেকে কি করবেন? Lesson Plan তৈরি করবেন? সেজন্য স্কুল-কলেজে বসে থাকার প্রয়োজন হয় না। তারা গ্রন্থাগারে বসে পড়াশুনা করবেন? আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুল-কলেজ গ্রন্থাগারের দৈন্যদশা কর্তৃপক্ষের অজানা থাকার কথা

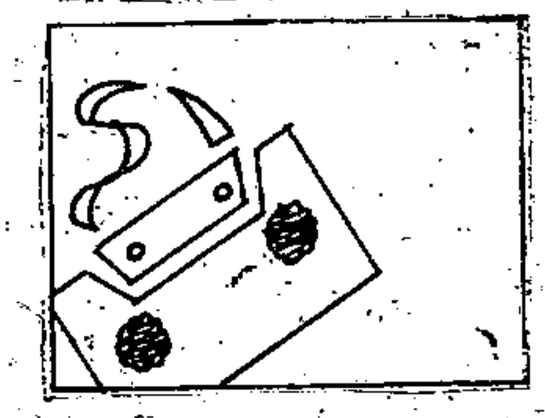

নয়। এমন অনেক অধ্যাপক আছেন যাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার অপেক্ষা সমৃদ্ধ। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন অধ্যাপককে প্রচুর পড়াশুনা করতে হয়। তিনি দৈনিক মোট কত ঘন্টা ক্লাস নিতে পারেন? এ সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালক ভালভাবেই অবগত আছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। করণ তিনি নিজে মূলত একজন প্রফেসর ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তবুও তার স্বাক্ষরে যখন এ জাতীয় অবাস্তব ও শিক্ষকদের প্রতি অবমাননাকর নির্দেশ জারি করা হয় তখন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না, কারণ এ নির্দেশনামায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। স্মরণ রাখা দরকার, স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ কোন অফিসের আমলা বা কর্মকর্তা-কর্মচারী নন যে, তাদের ৯টা-৫টা অফিস করতে হবে এবং 'শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই স্কুল-কলেজে কর্মচারীতন্ত্র চালু করতে চান না। অনেকের মতে এ নির্দেশনামার মাধ্যমে অলক্ষ্যে বা অজ্ঞাতসারে করা হয়েছে সরকার পতনের বীজবপন। উল্লেখ্য, দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক গোষ্ঠীর উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনিবার্য।

শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এং মহাপরিচালক মহোদয় পত্রিকার মাধ্যমে আলোচ্য প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য পেশ করবেন কি?

অধ্যাপক এস, এম আবদুল লতিফ
তালাইমারী, পোঃ কাজলা, রাজশাহী